কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের (1917) সুপারিশ গুলি আলোচনা কর,

3.5.1. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন
(Formation of Calcutta University Commission)

এদিকে 1910 খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। স্যার আশুতোষ মুখার্জী এই সময় উপাচার্য হয়ে কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন ও স্কুল-কলেজকে মুক্ত হস্তে অনুমোদন দেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা পড়াবার ব্যবস্থা করেন। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের কর্তৃত্বে পড়ানোর জন্য বহু পাঠ্যবিষয় অনুমোদন দেন। গবেষণার সূচনা করেন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে স্যার আশুতোষ জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে দেশবাসী অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন করেন। কিন্তু দ্রুত প্রসারের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচি, শিক্ষার মান, দায়িত্ব ও কর্তব্য ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ আরও জরুরি হয়ে ওঠে।

1917 খ্রিস্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হওয়ায় শিক্ষাসংস্কারের দিকে সরকার দৃষ্টি ফেরান। এই বছরই ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন একটি কমিশন নিয়োগ করেন। নতুন কমিশনে লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করা হয়। এই কমিশন 'স্যাডলার কমিশন' নামে সমধিক পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডাঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজে মুর। অনেকে মনে করেন, এই কমিশন স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

Mr Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

কমিশনের সুপারিশ

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এই রিপোর্টে। সমসাময়িক মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলি উপস্থাপন করেন।

(১) যেহেতু কলেজের প্রথম দু'বছরের পাঠ মাধ্যামিক শিক্ষারই অনুরূপ তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হোক।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথমটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠের স্তর (ম্যাট্রিকুলেশন) এবং দ্বিতীয়টি হবে দু'বছরের ইন্টারমিডিয়েট স্তর। কলেজ প্রবেশের মাপকাঠি হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

(৩) ইন্টারমিডিয়েট স্তরে শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকবে না। এর জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে।

(৪) মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক বোর্ড গঠিত হবে। এতে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

(৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিতে ইংরেজি ও গণিত ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালিত হবে।

Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

7. হার্টগ কমিটির রিপোর্ট (1929)

1919 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এই আইন বলে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় (1921) শিক্ষা একটি রূপান্তরিত বিষয় বলে পরিগণিত হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয় - (ক) সংরক্ষিত ও (খ) রূপান্তরিত। সংরক্ষিত ক্ষেত্রটি গর্ভনর ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল-এর আওতাধীন এবং পরিবর্তিত ক্ষেত্রটি প্রাদেশিক আইনসভার মন্ত্রিগোষ্ঠীর আওতাধিন ছিল। যেহেতু শিক্ষা রূপান্তরিত বিষয় তাই এর দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রীর হাতে। অর্থ দপ্তর ছিল সংরক্ষিত বিষয়ভূক্ত, তাই শিক্ষামন্ত্রীকে প্রয়োগক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। তাছাড়াও শিক্ষামন্ত্রীর ICS আধিকারিকদের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রন ছিল না, এঁরা নিয়ন্ত্রিত হতেন Secretary of State দ্বারা। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি সংকট তৈরী হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা প্রচেষ্টায় সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে 1921 সালে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক শিক্ষার সমন্বয়সাধন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়াই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। সেই সময়কার প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে দু-বছর পরে ব্যয় সংকোচের অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হতে থাকে। সর্বভারতীয় শিক্ষা সমস্যাগুলি সমাধানের সম্ভাবনা এর পর আর জারী থাকল না। ভারত সরকার এইখানেই থেমে থাকে নি, শিক্ষা বিভাগকে রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় এই বিভাগের আগেকার গুরুত্ব কমে গেল। 1919 সালে ভারত শাসন আইন জারি করার সময় স্থির হয়েছিল যে আইনের কার্যকারীতা খতিয়ে দেখবার জন্য 10 বৎসর পর একটি কমিশন গঠিত হবে। কিন্তু ইংল্যান্ডে নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রক্ষণশীল টোরী সরকার 3 বৎসর আগেই 1927 সালে কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয়। এই সাত সদস্যের কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় ভারতবর্ষে ব্যপক ক্ষোভ দেখা দেয়। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ খতিয়ে দেখবার জন্য সাইমন কমিশন 1928 সালে স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে এক উপসমিতি নিয়োগ করে। এই উপসমিতি 1929 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট 'হার্টগ রিপোর্ট' নামে বিখ্যাত।

রিপোর্ট পেশের সময় পূর্ববর্তী অবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে কমিটি অভিমত পেশ করে -

- প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক গুন সন্তোষজনক ছিল।
- সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা সম্পর্কে অনুকুল মনোভাব গড়ে উঠেছে।
- সারাদেশের স্ত্রী-পুরুষ, ধনবান-গরীব, অনুন্নত সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- তবে উচ্চশিক্ষায় বেশী গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রথামিক শিক্ষা অবহেলিত হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হওয়ায় গ্রামীন গরিব মানুষ শিক্ষার মুখ দেখেনি।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারন অপচয় ও অনুন্নয়ন।

সুপারিশ

1. প্রাথমিক শিক্ষা
   - যে সকল বিদ্যালয়গুলি অপ্রয়োজনীয় সেগুলি তুলে দিয়ে চাহিদাপূর্ণ এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
   - বিদ্যালয়গুলির সার্বিক পরিচালনার জন্য সংগঠন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।
   - নমনীয় পাঠক্রম রচনা করতে হবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যচর্চা ও চরিত্র গঠনের উপর জোর দিতে হবে।

Mr.Amit Adhikari

Scanned by Cam

Scanned with CamScanner

৪। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা—১৯৩৭ (Wardha Scheme—1937):

পটভূমি (Background): ভারতের জাতীয় শিক্ষা এবং শিক্ষা বিবর্তনের ইতিহাসে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা একটি বিশেষ ও অতি মূল্যবান অবদান। এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে গান্ধীজীর গভীর অভিজ্ঞতা। স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী অন্যান্য নেতাদের মত শুধু আন্দোলনের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা প্রদান করে নেতৃত্বের দায়িত্ব শেষ করতেন না। তিনি দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনতেন এবং তা দূর করার উপায় নির্ধারণ করতেন। জনগণের সংস্পর্শে এসে তিনি দেখেছিলেন এদেশের সাধারণ মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো এতটুকুও প্রবেশ করেনি। অথচ মুক্তি আন্দোলনে এই দেশবাসীর আগ্রহই ছিল অপরিহার্য হাতিয়ার। তিনি লক্ষ্য করলেন, ইংরেজ-প্রদত্ত শিক্ষা দেশবাসীকেও দুটি পৃথক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করেছে—একটি শিক্ষিত শ্রেণী, অন্যটি বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনগণ। গান্ধীজী

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

গান্ধীজীর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব :

(১) দেশের চলতি শিক্ষাব্যবস্থা কোন প্রকার জাতীয় প্রয়োজন মেটায় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ শিক্ষিত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার চলতি ব্যবস্থাই জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের বিশেষ প্রতিবন্ধক। পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষিতরা উৎপাদনমূলক কর্মের অযোগ্য এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক হিসাবে গণ্য। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় করা হয় তা অর্থহীন। কারণ এখানে অল্প যা কিছু শেখানো হয় তা শিক্ষার্থীরা অল্প দিনের মধ্যে ভুলে যায় এবং সেই শিক্ষা গ্রাম বা শহরের প্রয়োজনের বিচারে মূল্যহীন।

(২) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকাল অন্ততঃ সাত বছর এবং বর্তমানের ম্যাট্রিক পরীক্ষার শিক্ষামানের সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। তবে এই শিক্ষা থেকে ইংরাজী ভাষাকে বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় পেশাগত শিক্ষা যুক্ত করা দরকার।

(৩) শিক্ষার মাধ্যমে বালক-বালিকাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন একান্ত কাম্য। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার, প্রাথমিক শিক্ষার পেশাগত অংশ যেন দুটি প্রয়োজন মেটাতে পারে। একটি হল, এই পেশাগত শিক্ষণের মাধ্যমে যে উৎপাদন হবে তা দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের বেতন দিতে সমর্থ হয়। একই সঙ্গে পেশাগত বিষয় যেন শিক্ষার্থীদের কর্ম-শিক্ষণে সহায়তা করে।

(৪) নানাপ্রকার শিল্পকলা, সূক্ষ্মশিল্প ইত্যাদি যে-কোন বিষয়ের জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা থাকবে এবং তা বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর করে পরিচালনা করাই বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা এবং এই পরীক্ষার ফী থেকে যে আয় হবে তার উপরেই ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে।

গান্ধীজীর এই প্রস্তাবগুলি আলোচনা করার পর সর্বভারতীয় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন একটি সাব্ কমিটি নিয়োগ ক'রে তার উপর শিক্ষার নতুন আদর্শ বিবেচনা করার ভার অর্পণ করে। এই সাব্-কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে যেগুলিকে সম্মেলন সমর্থন জানালো সেইগুলি হল—

(i) সম্মেলনের মতে জাতীয় স্তরে সাত বছরের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক।

(ii) এই শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(iii) শারীরিক শ্রম ও উৎপাদনমূলক কর্মকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয় গান্ধীজী প্রস্তাব করেছিলেন, সম্মেলন সেই প্রস্তাবকেই সমর্থন করল। উপরন্তু বলা হল যে, শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

Mr. Amit Adhikari

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

৯. সার্জেন্ট রিপোর্ট বা সার্জেন্ট পরিকল্পনার সুপারিশ গুলি আলোচনা করো।

9. যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা বা সার্জেন্ট রিপোর্ট (1944)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 1944 সালে ইংল্যান্ডে বাটলার আইন শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তাই ভারতবর্ষেও শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধোত্তরকালের পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুকুল হতে থাকে। এই সময়ে স্যার জন সার্জেন্ট ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। তাঁকে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা এবং পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি সার্জেন্টের সক্রিয় ভূমিকায় 1944 সালের জানুয়ারি মাসে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এটি সার্জেন্ট রিপোর্ট হিসাবে প্রসিদ্ধ।

সার্জেন্ট রিপোর্ট কোন নতুন পরিকল্পনা নয় এবং 1917 সালের স্যাডলার কমিশনের সময় থেকে যে সব কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশ এবং তদানীন্তন বিভিন্ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনাটি রচিত হয়। লক্ষ্য ছিল 40 বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমান করা।

সুপারিশ

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বহুমুখী দিক সম্পর্কে কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা

(১) 3-6 বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য পৃথক নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী শ্রেণিও খোলা হবে।

(২) এই শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হবে কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।

(৩) এই স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাভাবিক উপায়ে সামাজিক আচরণ বিধির সঙ্গে পরিচিতি।

(৪) 6-14 বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। এই শিক্ষাস্তর দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হবে। ছয় থেকে এগারো বছর শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদী এবং এগারো থেকে চোদ্দ বছর শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ বুনিয়াদী স্তর। এই স্তরে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি গৃহীত হলেও শিশুর শিল্প থেকে শিক্ষার ব্যয় বহনের নীতি স্বীকৃত হয়নি।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা

(১) এই শিক্ষা হবে ছয় বছর ব্যাপী। ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে।

(২) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং ইংরাজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দুরকমের - বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাইস্কুল।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব নয় এবং এটি হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এই শিক্ষার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এমন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। এজন্য দুই ধরনের শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

(গ) উচ্চ শিক্ষা

(১) কেবল মেধাবী যোগ্য শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ শতকরা 10 থেকে 15 জন যোগ্য শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ রাখা হবে।

(২) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজে থাকবে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স। ইন্টার মিডিয়েট স্তরের শিক্ষার অবসান ঘটানো হবে।

Mr. Amit Adhikari

Scanned with CamScanner